62

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

জটিল হয়ে উঠছে ঢাকা ভার্সিটির শিক্ষক রাজনীতি

॥ গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥

ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি। গত বুধবার আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর ডঃ এরশাদুল বারী মামলা দায়ের করেছেন শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে। আদালত শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের উপর ডঃ বারীর বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন না করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। একই সঙ্গে কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে না। এই মর্মে ৭ দিনের মেয়াদে শোকজ করা হয়েছে। তবে শিক্ষক সমিতি বলেছে, গতকাল পর্যন্ত সমিতির কাছে এ ধরনের কোন নিষেধাজ্ঞা আসেনি। অবশ্য 'অবৈধভাবে সদস্যপদ বাতিলের দায়ে' শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে ডঃ এরশাদুল বারীর মামলা দায়েরের ঘটনা ইতোমধ্যেই শিক্ষক রাজনীতিতে প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এদিকে, বর্তমান শিক্ষক সমিতির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। আগামী ডিসেম্বরের শেষদিকে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরই মধ্যে শেষ হবে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের মেয়াদ। চ্যান্সেলর তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ দেবেন। এ নিয়ে লবিং শুরু হয়েছে। জল্পনা-কল্পনা চলছে। বর্তমান ভিসি'র মেয়াদ শেষ হতে এখনও অনেক বাকী। তবে তাকে নিয়েও বিভিন্ন মহলে নানান কথা উঠছে। এদিকে শিক্ষক সমিতি থেকে প্রফেসর এরশাদুল বারীর সদস্যপদ বাতিল ও তার বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতার এখনও অবসান হয়নি। শিক্ষক সমিতির একটি সিদ্ধান্তের কারণে গত আড়াই মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, সিলেকশান বোর্ডসহ বিভিন্ন কমিটির বৈঠক হচ্ছে না। এ অবস্থায় দীর্ঘ ২০ দিনের বিদেশ সফর শেষে ভিসি দেশে ফিরেছেন। অচলাবস্থা নিরসনে এখন ভিসির জরুরী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।